সাপের পাকে, বাঘের থাবায়

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

একটা বউ ছিল। তার মনে বড় দুঃখ যে, তার বর তাকে বড্ড কটু কথা বলে। সে নিজে বড় নরম স্বভাবের মেয়ে। কঠিন কথা তার মুখে আসে না। তার স্বামীর কটুকথাগুলো তাকে শুনে যেতে হয় --- যেতেই হয়। বউটা মনের ভেতর এই দুঃখ নিয়ে থাকত আর রোজ সকালে তার বর কাজে বেরিয়ে যাওয়ার পর ঘরের দোরগোড়ায় বসে কাঁদত।

এদিকে হয়েছে কী, তাদের বাড়ির পাশে গর্তের ভেতর থাকত একটা সাপ। সে বহুকাল ধরে সেখানে বাস করছে। পড়শি পরিবারটাকে ভালো করেই চেনে। রোজ রোজ বউটার কান্না শুনে একদিন সাপের মনে বড় দয়া হলো। সে গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে বউটা যাতে ভয় না পায়, তাই সসম্ভ্রমে ফণা নিচু করে বলল, 'কীসের দুঃখ তোমার বলো তো, রোজ রোজ কাঁদো কেন তুমি?'

বউটার দুঃখের কথা এর আগে কেউ কোনদিন শুনতে চায়নি। হলোই বা সাপ, তবু তো একজন তার মনোবেদনার কারণ জানতে চাইছে। বউটা অন্তর উজাড় করে সাপকে তার দুঃখের কাহিনি বলে গেল। তার প্রতিটি কথায় অশ্রুবিন্দু মিশে ছিল। তাই সেই জায়গার মাটি ভিজে গেল। সাপের মনও আর্দ্র হয়ে উঠল। সে বলল, 'এই তোমার দুঃখ! বেশ, আমি সমাধান করে দিচ্ছি।'

বউটি অবাক হয়ে বলল, 'কী করে'?

সাপ বলল, জানোই তো আমাদের শরীরে বিষ থাকে। আমি তোমাকে এমন এক শক্তি দোব যাতে তোমার চোখ থেকে বিষ ঝরে পড়বে। বিষদৃষ্টি দিয়েই তুমি তোমার স্বামীর কটুকথার জবার দিতে পারবে।'

শুনে বউয়ের আনন্দ আর ধরে না। সে সাপকে বলল, 'বাঁচালে তুমি আমায়। আমি তোমাকে রোজ দুধকলা খাওয়াবো।'

কিন্তু সাপ ফণা দুলিয়ে বলল, 'দুধকলা আমি চাই না। আমার অন্য একটা দাবি আছে।'

বউ অবাক কী দাবি আবার!

সাপ বলল, 'শোনো, তোমার বর বেরিয়ে যাবার পর আমি রোজ একবার আসব, আর তুমি আমাকে একটা চুমু খাবে। রাজি?

শুনে বউটার প্রথমে গা ঘিনঘিন করে উঠেছিল। কিন্তু এখন তো আর 'না' বলা যায় না। অনেক কষ্টে মুখে একটু হাসি এনে সে বলল, সে তাই হবে।'

এরপর সাপের কথা মতোই বউটা এক বিশেষ শক্তির অধিকারী হলো। তার নীরব কিন্তু বিষঝরা দৃষ্টি দেখে স্বামীটাও কেমন ভয় পেয়ে গেল। সে এখন বউকে খুব খাতির করে কথা বলে। বউয়ের মনের দুঃখ ঘুচে গেল, কিন্তু রোজ একটা সাপকে চুমু খেতে হচ্ছে বলে মনে একটা অস্বস্তি রয়ে গেল, এই যা!

কিন্তু মানুষের জীবন কখনোই অবিমিশ্র সুখের হয় না -- একথা কে না জানে! বউটি ক্রমে লক্ষ্য করল, স্বামী আজকাল তাকে এড়িয়ে চলে, কথা বলে খুব কম। বাড়ি ফেরে অনেক রাত করে। বউটির সন্দেহ হলো, স্ত্রীর কাছে জব্দ হয়ে তার বর বোধহয় অন্য কোন নারীতে আসক্ত হয়েছে।

সন্ধে গড়িয়ে রাত হয়ে যায়। অন্ধকার আকাশে তারারা অশ্রুবিন্দুর মতো টলটল করে বউটি একা বসে ভাবে, আমি এখন

কী করব? আমি কি পুকুরে ডুবে মরব?
কী আশ্চর্য, বউটি শুনতে পেল কে যেন অদ্ভুত গম্ভীর গলায় বলছে, 'না, তোমাকে ডুবে মরতে হবে না।'
বউটি ভালো করে তাকিয়ে দেখে, তার সামনে দাঁড়িয়ে আছ একটা আস্ত বাঘ। সে ঠকঠক করে কাঁপছিল। বাঘ অভয় দিয়ে বলল, 'ভয় পেয়ো না। আমি তোমায় খেতে আসিনি।' বউটি লক্ষ্য করল, পাছে তার মস্ত হাঁ দেখে বউটি ভয় পেয়ে যায়, বাঘ তাই দাঁতচেপে কথা বলছে। তাই তার গলার স্বরটা অমন অদ্ভুত শোনাচ্ছে।
বাঘ জানাল, সে মাঝে মাঝে জঙ্গল থেকে এসে গেরস্ত বাড়ির দু - একটা গাই বাছুর তুলে নিয়ে যায়। পথেঘাটে একটা ক াঠুরে বা মউলোকে পেলেও ছাড়ে না ঠিকই। কিন্তু তার মনেও দয়ামায়া আছে। বাঘ জানতে চায়, বউটি কেন রোজ সন্ধের পর ঘরে বসে কাঁদে।
বউয়ের কাঁপুনি তখনও যায়নি। তবু তার মনে হলো, না হয় একটা বাঘই - তবু এ তো তার মনের দুঃখের কথা জানতে চ াইছে। লোকে নদীর কাছে, গাছের কাছে গিয়ে মনের কথা বলে,; আর একটা বাঘকে বললেই বা দোষ কী!
এই ভেবে সে মন উজাড় করে তার দুঃখের কথা বাঘকে জানালো। শুনে বাঘ একটা হুংকার দিল; ফলে তার প্রকাণ্ড হাঁ-মুখ, ভেতরের টকটকে লাল জিভ বউটাকে দেখতেই হলো। কিন্তু তার আর ততটা ভয় করল না। সে যেন জেনেই গেছে, এই বাঘ তাকে হত্যা করবে না। বাঘও তার কণ্ঠস্বর যতদূর পারে কোমল করে বলল, 'শোনো, তোমার কোন চিন্তা নেই। জানো তো, আমাদের ঘ্রাণশক্তি বড় তীব্র। আমি তোমাকে সেই শক্তি দিচ্ছি। তোমার বর অন্য মেয়ের দিকে টলেছে কি তুমি গন্ধেই টের পেয়ে যাবে। বুঝলে ব্যাপারটা?'
বউটি চোখ বড় - বড় করে বলল, 'সত্যি! আমি পারব?'
বাঘ বলল, 'পারবে; তবে একটা শর্ত আছে।'
--- কী শর্ত?
বাঘ মাথা নিচু করে বলল, 'আমি রোজ এই সময়টা একবার করে এখানে আসব আর তুমি আমাকে একটা চুমু খাবে।' -- - বলার সঙ্গে সঙ্গেই বাঘের উজ্জ্বল হলুদ বর্ণ মুখ রাঙা হয়ে উঠল। বউটি বুঝতে পারল, এই প্রস্তাব দিতে গিয়ে বাঘটি খুবই লজ্জিত বোধ করছে। বউয়ের মনে হলো, যে - বাঘ এতই লাজুক স্বভাবের, সে খারাপ হতে পারে না। তাকে একটা ছুমু খেলে দোষ কী? সে এবারহাসিমুখেই বাঘকে বলল, বেশ, তাই হবে।

এরপর বাঘের দেওয়া শক্তির গুণে বউটি স্বামীকে আরও কব্জা করে ফেলল। বর এখন অন্য কোনো মেয়ের দিকে তাকাতে পর্যন্ত সাহস পায় না, কারণ সে জানে বউ ঠিক ধরে ফেলবে। কী করে জেনে যায়, বর ভেবে পায় না, কিন্তু বউকে সে এখন বেশ ভয় পায়। মদ তাড়ি কিছু খেয়ে সে অনেক রাত করে বাড়ি ফেরে আর বউয়ের কাছে ঘেঁসে না। তাদের মধ্যে আর কে ান যৌন - সম্পর্কও রইল না।
আসঙ্গলিপ্সা ছাড়া নারী - পুষ সম্পর্ক বিস্বাদ হয়ে যায়--- এ কথা সকলেই জানে। বউটিরও তাই এখন মনে স্বস্তি আছে, সুখ নেই; কারণ সে স্বামী সঙ্গ পায় না। এর ওপর আর এক আপদ! রোজ তাকে একবার, সাপের গালে, একবার বাঘের গালে চুমু খেতে হয়!
নদীর জল যেমন বয়ে যায়, আকাশের সূর্য যেমন নিয়ম করে ডুবে যায়, তেমনি করে এই বউটির জীবনও হয়তো এক - রকম কেটে যেত। কিন্তু এর মাঝখানে একটি একটা ঘটনা ঘটল।
রাতের বেলা মাঠ পেরিয়ে তার বর ঘরে ফিরছে, এমন সময় দেখে --- সামনে উদ্যতফণা নাগ। ধবধবে জোছনায় তার গ ায়ের চামড়া চকচক করছে। লোকটির তো দাঁতে দাঁত লেগে গেছে, এরই মধ্যে সে আবার একটা বিটকেল গন্ধ পাচ্ছিল। সেই গন্ধটাই এবার শরীর ধারণ করে তার সামনে এসে দাঁড়াল। মস্ত একটা বাঘ। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, হলুদের ওপপর কালো ডোরাকাটাএকটা কার্পেট জড়িয়ে যেন এসেছে বাঘটা।
তার এখন বাঁয়ে সাপ, ডানে বাঘ। একদিকে মাইন পাতা আছে, আর একদিকে একে ৪৭। এণন ভয়াবহ সন্ত্রাসের মুখে পড়েলোকটার আর ভয় করছিল না। সে ছোবল বা থাবা কোন একটা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হলো। এই সাপ আর বাঘ যে কে, তা বলে দেওয়ার কোনো মানে হয় না। ওটুকু যে বুঝতে পারবে না, এ গল্প তার পড়ার দরকার নেই। বলার কথা

বরং এটাই যে, ছোবল বা থাবা কোনটাই লোকটির গায়ে লাগল না।
সাপ ভাবল, এই লোকটা মরে গেলে তার বউয়ের আর বিষদৃষ্টির প্রয়োজন হবে না। ফলে প্রতিদিন চুম্বনের যে চুক্তি ছিল, তা শেষ হয়ে যাবে। এই ভেবে সাপটি ফণা নামিয়ে নিয়ে লোকটিকে বলল, 'চলে যান -- ভয় নেই।' বাঘের ও ঠিক সেই কথাই মনে হলো। মানুষীর চুম্বনের স্বাদ তার কাছে মানুষের মাংসের চেয়েও মধুর মনে হচ্ছিল। বাঘ একটা মৃদু হুংকার দিয়ে বলল, চলে যান মশাই -- ছেড়ে দিলাম।'
এরপর লোকটি ছুটতে ছুটতে বাড়ি এসে তার বউকে সমস্ত ঘটনাটা সবিস্তারে জানালো। শুনতে শুনতে বউয়ের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে দেখে লোকটি বুঝল, বউ তাকে ভালোবাসে। তার চোখে বিষদৃষ্টি, মনে সন্দেহ; কিন্তু প্রেমও আছে। লোকটির মনেও এরপর লুপ্তপ্রেম আবার জাগ্রত হলো এবং বহুদিন পরে সেই রাতে বিবাহিত নারী - পুষ যা করে, তারা তাই করল। পরের দিন সকালেও লোকটির দেহে রমণসুখের আবেশ ছিল; কাজে বেরোনোর আগে বউকে সে নিবিড় ভাবে আলিঙ্গন করল।
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বউটির এরকম কোন সুখানুভূতি হলো না। সে ততক্ষণে বুঝে গেছে, সাপ আর বাঘ তাকে ছাড়বে না। সাপের পাকে জড়ানো আর বাঘের থাবায় পড়া একটা জীবন নিয়েই তাকে বাঁচতে হবে।
এই আতাঁত থেকে তার মুক্তি নেই।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com